6-9-57

সুচিত্রা সেন অভিনীত ○ উত্তমকুমার প্রযোজিত

হারানো সুর

উত্তমকুমার - প্রযোজিত

আলোছায়া প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর

হারানো সুর

চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা : **অজয় কর**

রূপায়ণে

সুচিত্রা সেন * উত্তমকুমার

পাহাড়ী সান্যাল, দীপক মুখার্জি, উৎপল দত্ত, শিশির বটব্যাল, ধীরাজ দাস প্রীতি মজুমদার, শৈলেন মুখার্জি, ডাঃ হরেন মুখার্জি, খগেন পাঠক, নিশীথ রায়, পারিজাত বসু, গুরুপ্রসাদ মুখার্জি, প্রণব রায়, ক্ষিতীশ আচার্য, আলো সরকার, চন্দ্রাবতী দেবী, বেবী শ্রাবণী চৌধুরী, ইরা চক্রবর্তী লীনা দেবী, মীরা রায় ও নবাগতা কাজরী গুহ

চিত্রনাট্য : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় * সংগীত পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সর্বাধ্যক্ষ : আলো সরকার

সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি

প্রধান সহকারী পরিচালক : হীরেন নাগ

শব্দ-গ্রহণ : অতুল চ্যাটার্জি, বাণী দত্ত, নৃপেন পাল

সংগীত গ্রহণ : মিনু কাটরাক (বম্বে)
সহযোগী চিত্র-শিল্পী : বেবী ইস্‌লাম,
কানাই দে
গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শিল্প-নির্দেশ : সুনীতি মিত্র
প্রধান কর্মসচিব : ক্ষিতীশ আচার্য
রূপ-সজ্জা : মদন পাঠক
পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত, রামচন্দ্র সিন্ধে
প্রচার পরিচালনা : রমেন চৌধুরী

ষ্টুডিয়ো সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ক্যালকাটা মুভিটোন ও রাধা ফিল্ম ষ্টুডিয়োতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং বেংগল ফিল্ম লেবরেটরীজে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক
ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড

গল্প

দেওদা মানসিক হাসপাতালে স্মৃতিভ্রষ্ট অলক মুখার্জিকে সেদিন ঝড়জলের মাঝে খুঁজে পাওয়া গেল না। কর্তৃপক্ষ চারদিকে বৃথাই অনুসন্ধান করেন। অলক ততক্ষণে হাসপাতালের ডাক্তার কুমারী রমা ব্যানার্জির বাড়িতে হাজির হয়েছে সকলের অলক্ষ্যে। রুগী অলকের প্রতি হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষের রূঢ় আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে রমা কাজে ইস্তফা দিয়ে তার বাবার কাছে চলে যাবার তোড়জোড় করছিলো, হঠাৎ ঘরে ঢুকে অলককে আবিষ্কার করে রমা, শব্দে অলকেরও ঘুম ভেঙে যায়। ভীতি-বিহ্বল অলকের কাতর অনুরোধে রমা মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেলে। তাই অলকের সন্ধানে-আসা পুলিশ এবং অন্যান্য লোকজনকে ফিরে যেতে হয়। রুগীর পরিচর্যা নিজহাতে গ্রহণ করে রুগীর বান্ধব আর্ত-সেবিকা রমা—বিচিত্র রুগী এই অলককে রোগমুক্ত করবার জন্যে সে কৃতসংকল্প। সে-কাজ ত্বরান্বিত করতে অলককে নিয়ে সে রওনা হয় পিতৃগৃহ পলাশপুরে।

পলাশপুরের মাটি-জল, আকাশ-বাতাস নতুন হয়ে ধরা দেয় অলককে। এক সময় পরিচর্যা পূর্ণাংগ করতে রমাও ধরা দেয়, তুলে নেয় সকল দায়িত্ব কর্তব্যের অনুরোধে। অসহায় অলককে শুধু চিকিৎসকের করুণা দিয়েই নয়, পত্নীর প্রেমে মমতায় সঞ্জীবিত করতে রমা এগিয়ে আসে। দিন বয়ে যায়। বয়ে যায় হাসি-গান-কলরবে পলাশপুরের সোনার দিন আর রূপালি রাত।

এই ভরা আনন্দের হাটে সহসা দুঃখের রাগিনী বেজে ওঠে, রমার সাময়িক অনুপস্থিতির অবসরে পথে অলক মোটর দুর্ঘটনায় পতিত হয়। আঘাত পায় সে সামান্যই, কিন্তু ফিরে পায় সেই সংগে হারিয়ে যাওয়া অতীতকে। বিস্মরণের

কুয়াশা মুহূর্তে মিলিয়ে যায়, গতদিনের স্মৃতি যেমন জেগে ওঠে তেমনি বর্তমানের সব কিছু পড়ে যায় ঢাকা। বিস্মিত অলক ফিরে যায় কলকাতায়, শুরু হয় তার পূর্বের জীবন। পলাশপুর-অধ্যায় সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে নেপথ্যে।

অতর্কিত আঘাত নামে রমার জীবনে। ধৈর্যহারা না হয়ে বিপদকে বরণ করে রমা স্বামীর খোঁজে চলে আসে কলকাতায়। বহু চেষ্টায় খুঁজে পায় অলককে; সে কিন্তু রমাকে চিনতে পারে না। এই বিস্মরণ যে কপটতা নয়, রমা তা বিশেষভাবে বোঝে। আর সেই কারণেই সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো নিজেকে প্রস্তুত করে নেয় সবকিছু দুঃখ সহ্য করতে।

স্বামীর গৃহে স্থান করে নেয় রমা, কিন্তু স্বপরিচয়ে নয়। গভর্নেস হয়ে অলকের ভাগ্নী মালাকে আসে পড়াতে। আশার আলো মনের কোণে উজ্জ্বল হয়, এইভাবেই হয়তো একদিন জীবন-বীণায় 'হারানো সুর' আবার সুর-তান-লয়ে ঝংকৃত হয়ে উঠবে।

কল্পনার ক্ষেত্র উদার উন্মুক্ত, বাস্তবের যাত্রাপথ বন্ধুর, দুঃখময়। সেখানে পদে পদে বাধা, কথায় কথায় সন্দেহ। তারি মাঝে শুরু হয় রমার কৃচ্ছ্রসাধনা; জীবন-দেবতা কতো নিকটে, তবু কী দুস্তর ব্যবধান রয়েছে উভয়ের মাঝে।

রমার কথায় আচরণে অলকের ভোলা মন আকুল হয়ে ওঠে—কে এই মেয়েটি ? এর চলায় বলায় এ কোন্ ইশারা ব্যক্ত হতে চায় ?—শত চেষ্টাতেও কিন্তু মনে করতে পারে না কিছু ।

ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টায় রমা অলকের স্মৃতির তন্ত্রী আন্দোলিত করে যায়, বারে বারে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। তবু সে হার মানে না। অলকের বাগদত্তা-বধূ লতার কাছ হতে আসে তীব্র বাধা। লতা অন্তরায় হয় অজ্ঞাতকুলশীলা রমার প্রয়াসে। অলকের প্রতি মালার এই গভর্নেসের আচরণ অসহনীয়। তাই অলকের মায়ের সাহায্যে রমাকে করে সে কক্ষচ্যুত।

রমা ফিরে যায় পলাশপুরে। তাহ'লে ? সবই কি বিফলে যাবে ? না না, তা কী সম্ভব ! কবি বলেছেন বিস্মৃত রাগিনী জীবন-বীণায় ধ্বনিত হবেই। চাই শুধু ধৈর্য···একটুখানি !!

⁂

গান

রমার গান

তুমি যে আমার ওগো
তুমি যে আমার—
কানে কানে শুধু একবার
বলো তুমি যে আমার !
আমার পরাণে আসি
তুমি যে বাজাবে বাঁশি
সেই তো আমার সাধনা
চাইনা তো কিছু আর !

তুমি যে আমার দিশা
অকুল অন্ধকারে,
দাও গো আমারে ভরে
নীরব অহংকারে ;
জীবন মরণ মাঝে
এসো গো বধূর সাজে
সেই তো আমারি জীবনে
তোমারি অভিসার !

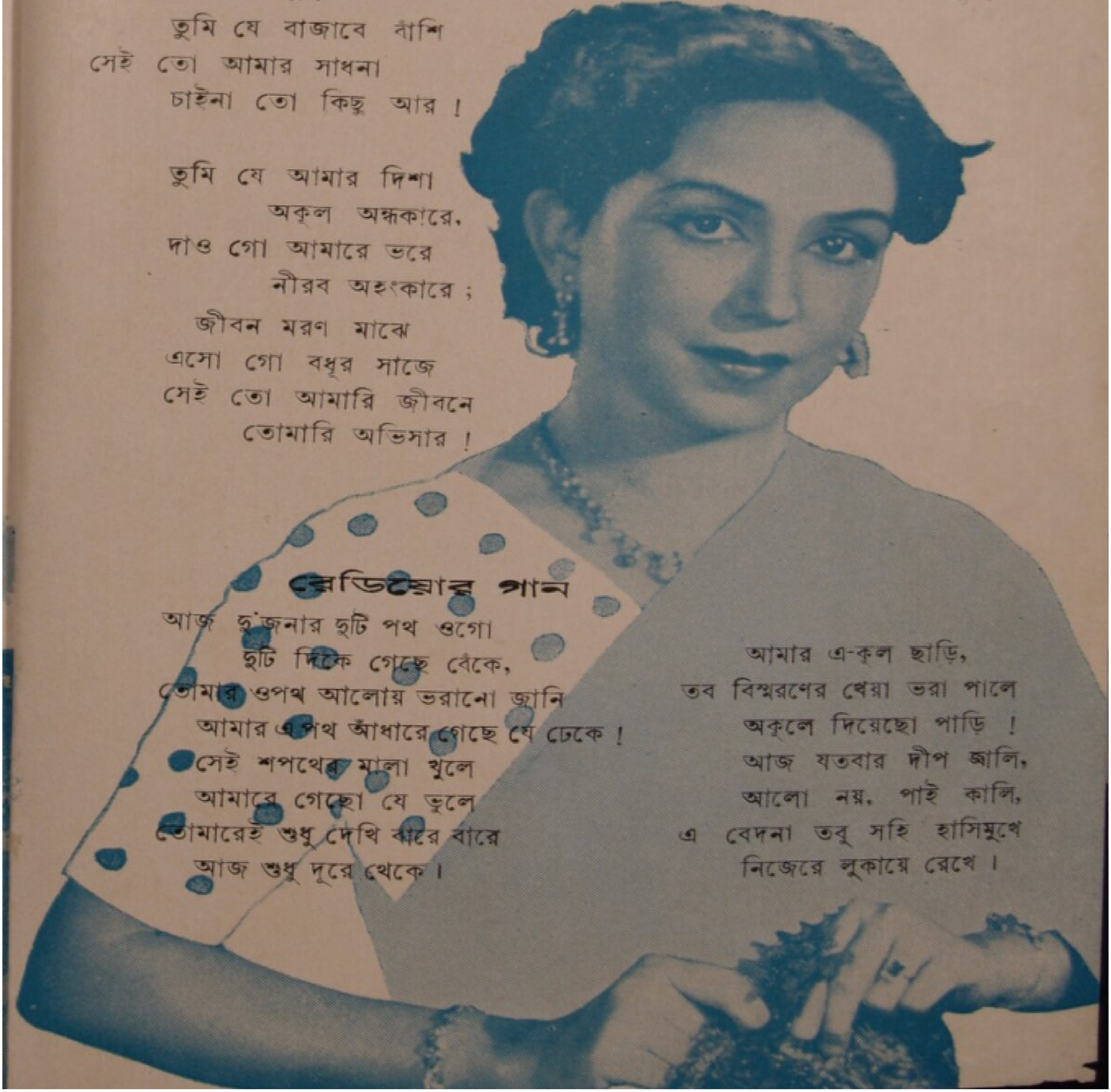

রেডিয়োর গান

আজ দু'জনার দুটি পথ ওগো
দুটি দিকে গেছে বেঁকে,
তোমার ওপথ আলোয় ভরানো জানি
আমার এ পথ আঁধারে গেছে যে ঢেকে !
সেই শপথের মালা খুলে
আমারে গেছো যে ভুলে
তোমারেই শুধু দেখি বারে বারে
আজ শুধু দূরে থেকে।

আমার এ-কুল ছাড়ি,
তব বিস্মরণের খেয়া ভরা পালে
অকুলে দিয়েছো পাড়ি !
আজ যতবার দীপ জ্বালি,
আলো নয়, পাই কালি,
এ বেদনা তবু সহি হাসিমুখে
নিজেরে লুকায়ে রেখে।

কণ্ঠ-সংগীতে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও গীতা রায় (দত্ত)
'সীতা-হরণ' নৃত্যনাট্য পরিচালনা : বালকৃষ্ণ মেনন :: রূপায়ণে : উষসী মজুমদার, গীতা ওয়ারিয়ার, মন্দিরা ঘোষ, নন্দিনী মিত্র, অনুরাধা কর

সহকারী

পরিচালনায় : নরেশ রায় * চিত্রগ্রহণে : রুক্ষু ঘোষ, পরিতোষ গুপ্ত * শব্দগ্রহণে : সুজিত সরকার * শিল্প-নির্দেশে : হেমেন ভৌমিক * সম্পাদনায় : অমিয় মুখার্জি, পৃথ্বীশ রায় * সংগীতে : সমরেশ রায়, অমল মুখার্জি * ব্যবস্থাপনায় : বাসু ব্যানার্জি, বিজয় দাস * রূপসজ্জায় : কার্তিক দাস

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সুধেন্দু রায়, অকল্যাণ্ড নার্সিং হোম, লুম্বিনী পার্ক, শিশুতীর্থ, আভা চৌধুরী, ক্লাসিক প্রেস, ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ, অর্জুনপ্রসাদ ডালমিয়া, রাজা রায় চৌধুরী, সুধা মুখার্জি, ক্রীস্টাল এণ্ড কোম্পানী (নিউ মার্কেট)

অংকন : রণেন আয়ন দত্ত, আর্টিষ্ট সার্কল ও ষ্টুডিয়ো এক্স এল্
পুস্তিকা চিত্রণ : প্রণব গাঙ্গুলী
স্থিরচিত্র : ষ্টুডিয়ো স্যাংগ্রিলা

●

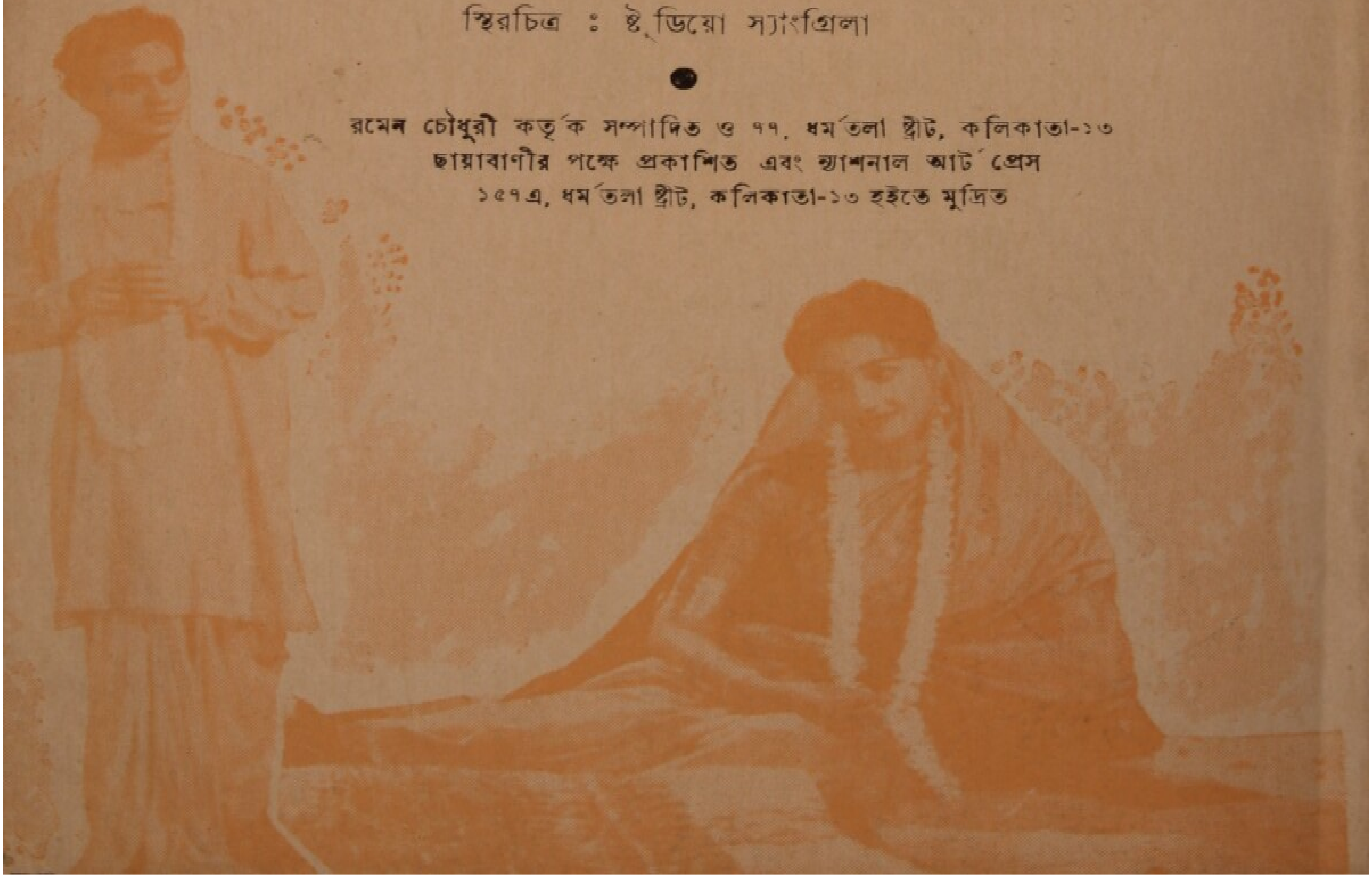রমেন চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও ৭৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
ছায়াবাণীর পক্ষে প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৫৭এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত